সংবাদ বিবৃতি

সংসদে ধর্ষকদের 'ক্রসফায়ারে' হত্যার দাবি
হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)'র গভীর উদ্বেগ ও প্রতিবাদ

[১৫ জানুয়ারি ২০২০, ঢাকা] জাতীয় সংসদের অনির্ধারিত আলোচনায় ১৪ জানুয়ারি ২০২০ সরকারি ও বিরোধী দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা ধর্ষককে সরাসরি ক্রসফায়ারে দিয়ে হত্যার দাবি জানান। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, ধর্ষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় এটা অবশ্যই করণীয়। তারা মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশের 'ক্রসফায়ার' এর নজির দেখিয়ে ধর্ষণরোধেও একই নীতি প্রয়োগের ওপর জোর দেন।

আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ স্থান জাতীয় সংসদে এ ধরনের আলোচনায় ফোরাম সদস্যরা অত্যন্ত স্তম্ভিত এবং ক্ষুব্ধ। আইন প্রণেতারা নিজেরাই যখন আইন ভঙ্গ করার কথা বলেন, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় পড়তে বাধ্য। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান হিসেবে 'ক্রসফায়ার' এর মত অমানবিক ও নিষ্ঠুর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে যা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার ও আইন ভঙ্গ করার প্রবণতা তৈরি করছে। জ্যেষ্ঠ নেতারা জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে এমন অবিবেচনাপ্রসূত বক্তব্য প্রদান করেছেন, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। সাংসদদের বক্তব্যে তারা একইসাথে স্বীকার করে নিয়েছেন, সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী 'ক্রসফায়ারে'র নামে বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। অথচ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকরী বাহিনী সবসময় দাবি করে এসেছে যে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে তারা গুলি চালাতে বাধ্য হচ্ছে। দৃশ্যত রাষ্ট্র নিজেই আইন-আদালতের প্রতি, বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করছে, যা বিদ্যমান যে অনাস্থার পরিবেশ রয়েছে সেটিকে আরও পাকাপোক্ত করছে এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

সংসদে আইন প্রণেতাদের এ সংক্রান্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়ার দাবি জানাচ্ছে ফোরাম। একইসাথে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, যেকোনো ব্যক্তির বিচার লাভের অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। সংবিধানে আরো বলা আছে কাউকেই বিনা বিচারে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলাদিতেও এ অধিকার স্বীকৃত যেগুলো বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে। ফোরাম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, ধর্ষণের মতো ঘৃণ্যতম সামাজিক অপরাধ দমনে হাতিয়ার হিসেবে 'ক্রসফায়ারে'র ব্যবহার কার্যকর কোনো অবদান রাখবে না বরং আইনের শাসন, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথকে বাধাগ্রস্ত করবে। একটি সভ্য, গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমন চিন্তা-ভাবনার চর্চা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197, Fax: +88-02-810 0187
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Experts:
Dr. Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).